স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত বাগেরহাট রেল-লাইন বস্তির নারীরা

বাগেরহাট সদরের রেল লাইনের দুই পাশে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বস্তির নারীরা নানা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। পুষ্টিহীনতা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের কারণে এসকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। সংসারে পুরুষদের দায়িত্বহীনতা ও সচেতনতার অভাবে এ বস্তির নারীদের সমস্যা দিন দিন চরম আকার ধারণ করছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার ফলে এসব ভুক্তভুগী নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতার অভাবে এই সমস্যার শিকার হচ্ছে বলে অনেকে দাবী করছেন।

বস্তিবাসী ডলি বলেন, কর্মসংস্থানের অভাবে দু'বেলা খাবার জোটে না। সেখানে পুষ্টিকর খাবার কোথায় পাব। স্বাস্থ্য কর্মীরা বছরে ২/১ বার আসে কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন ঔষধ বা সাহায্য পাইনা। এনজিও'র লোকেরা আসেনা বললেই চলে। স্বাস্থ্য ক্লিনিকে গেলে কোন সরকারী ঔষধ পাওয়া যায় না। এ অভিযোগ অনেকেরই। এ ব্যাপারে এমএমসি'র একটি প্রতিনিধিদল সরেজমিনে বস্তিতে গেলে ভুক্তভুগী বস্তিবাসী রাবেয়া (৫৫) তাদের জানান, "কান্ডে কমু এ দু:খের কথা। শান্তিতে ঘুমাইতে পারি না। অনেক কষ্ট করে খাই। ভাল পানির অভাব। আমি নিজেই হার লিয়া রোগে ভুগছি। আমাকে দেখার কেউ নাই। পায়রা নদীর ভাংঙ্গনের কারণে আমি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ থেকে গত ৪৮ বছর আগে এখানে এসেছি। আমার স্বাস্থ্য এতই খারাপ চিকিৎসা করানোর মত আমার কাছে টাকা নাই।

বস্তিবাসী নুরুন্নাহার (৩৫) জানান, বর্ষার মৌসুমে বস্তির ঘরগুলো পরিণত হয় স্যাঁতস্যাঁতে গোয়াল ঘরের মত। কোন মতে কাদামাটি, পানি, পোকা মাকড়, ভিজা কাপড় চোপড় সঙ্গে কেটে যায় আমাদের দিন রাত। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা যা আছে তাও চাহিদার তুলনায় পাইনা। দিনের মধ্যে ২০/২৫ মিনিট সাপ্লাইর পানি পাওয়া যায় তাতে ২০টি পরিবারের চাহিদা মেটেনা। ফলে তারা বাধ্য হয়ে পুকুরের পানি দিয়ে রান্না করে ও পান করে। মায়েদের আমাশা ও ডায়রিয়া লেগেই থাকে। গত ৩০ বছর আগের ২/১ একটি টিউবওয়েল আছে যা আর্সেনিক মুক্ত কিনা কেউ জানে না। বস্তিবাসী আয়েশা বেগম (৬০) বলেন, বস্তির বয়স প্রায় ৫০/৫৫ বছর। এখানে আশ্রয় নিয়েছে ৮০/৮৫ টি পরিবার এর অধিকাংশই এসেছে নদী ভংঙ্গন এলাকা থেকে। মাত্র ২/৩ একর জমিতে তৈরী হয়েছে ৮৫টি পরিবারের বসতি। যার লোক সংখ্যা ৭ থেকে ৮ 'শ এর মধ্যে নারী রয়েছে আড়াই'শ থেকে ৩ 'শ এখানকার লোকজন নানা ধরনের জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত। বিশেষ করে অধিকাংশ মায়েদের স্বাস্থ্যই সংকটাপন্ন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে প্রতিটি নারীই যেন একটি রোগ বালাইয়ের কারখানা।

ঘনবসতিপুর্ণ এ বস্তিতে বাল্য বিবাহ একটি প্রচলিত সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৩/১৪ বছরে পা রাখতে না রাখতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে। ফলে স্বামীর সংসার এবং অকালে সন্তান ধারনের মত ঝুঁকিপুর্ণ জীবন ধারন করছে তারা। ফলে অকাল মৃত্যু, পুষ্টিহীন সন্তান প্রসব ও রুগ্ন দেহ নিয়ে সংসারের বোঝা হচ্ছে তারা।

বস্তির নিকটেই রয়েছে একটি মা ও শিশু স্বাস্থ্য কল্যান কেন্দ্র। কিন্তু বস্তির নারীরা সেখানে খুব একটা যান না। বস্তির মাত্র ৫০ গজ দুরে এ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও বস্তিতে নারীরা এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসে কিনা এ সম্পর্কে হাসপাতালের এম, এল, এস, এস মোঃ জালাল উদ্দীনের কাছে জানতে চাইলে তিনি এ প্রতিনিধি দলকে জানান, আমাদের এখানে বস্তির নারীরা কম আসে। তারা স্বাস্থ্য সচেতন না। অথচ সরকার তাদের গর্ভাবস্থায় সিজার ও নরমাল ডেলীভারির জন্য বছরে ৩ লাখ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকার মেডিসিন দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ডাঃ অনিল কুমার কুণ্ডু বলেন, আমাদের এ হাসপাতালের কেন্দ্রটি সরকার দিয়েছে। শুধু মাত্র মর্গে শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। বস্তির নারী স্বাস্থ্য তেমন ভাল না। সচেতনতার অভাবে এসকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তারা হাসপাতালে শুধু ঔষধ নেওয়ার জন্য আসে। সুস্থ থাকার জন্য নয়। এখানকার নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সকল মহলের আশু হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অন্যথায় বাল্য বিবাহ, আমাশয়, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, খোস পাঁচরা, সর্দি কাশি, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত এ বস্তির মায়েদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন: মোঃ আবু বকর সিদ্দিক (অপু), নাসিমা আক্তার রিনু, সোহানাজাহান মনি ও সুদীপ্ত